প্রেসবিবৃতি

ওমরের টুইট খণ্ডন নাড্ডার

জম্মু কাশ্মীর সরকারের মহিলা বিরোধী অবস্থান নিয়ে লালকার র‍্যলিতে সরব হয়েছিলেন মোদী। তারই প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহর টুইট করা বক্তব্য প্রমাণ সহ খণ্ডন করলেন বিজেপির সাংসদ জেপি নাড্ডা। অবশিষ্ট ভারতের মহিলারা যে অধিকার ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করে তার থেকে কত পিছিয়ে আছেন কাশ্মীরের মহিলারা একাধিক তথ্য প্রমাণসহ তা সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন তিনি।

জেপি নাড্ডা বলেন, নরেন্দ্র মোদী এটা ঠিকই বলেছেন যে লিঙ্গ বৈষম্যে অভিযুক্ত জম্মু কাশ্মীর সরকার। ৩৭০ ধারার বিশেষ মর্যাদায় কাশ্মীরবাসী আদৌ কতটা সুফল পেয়েছে সেই বিতর্ক উস্কে দিয়েও সঠিক কাজই করেছেন মোদী।

নড্ডা আরও বলেন, মোদী যা বলেছেন তা পুরোপুরি ন্যয়সংগত এবং জনস্বার্থবাহী। তাঁর জনসভায় যেভাবে কাশ্মীরের মানুষ সাড়া দিয়েছেন তাতে আতঙ্কিকত হয়েই কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেনওমর আবদুল্লাহ।

যুক্তি দিয়ে মোদীর বক্তব্য খণ্ডন না করে ছেলেমানুষি আচরণ করে ফেলেছেন কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী।

জম্মু কাশ্মীর আদালতের রায়

দীর্ঘকাল চলার পর রাজ্য বনাম সুশীলা সহায় মামলায় ২০০২ সালের অক্টোবর মাসে রায় দেয় জম্মু কাশ্মীর হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি বিজয় কুমার ঝাঞ্জির নেতৃত্বে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন বিচারপতি টিএস ডোবিয়া ও বিচারপতি মুজাফ্ফর জান। ডিভিশন বেঞ্চ রায় দেয় , কোনও কাশ্মীর কন্যা যদি এই রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা নন এমন কাউকে বিবাহ করে তাহলেও তাঁর স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা নষ্ট হবেনা।

মুফতি মহম্মদ সইদের সরকার ২০০৪ এর মার্চ মাসে জম্মু কাশ্মীর পারমানেন্ট রেসিডেন্ট (ডিসকোয়ালিফিকেশন) বিল আনে।রাজ্য সংবিধানের তিন নম্বর পার্টের ৮ নম্বর ধারায় বর্নিত আইনের ক্ষমতা বলেই এই বিল আনা হয়।

পিডিপি সরকারের আইনমন্ত্রী মুজফ্ফর হুসেন বেগের প্রস্তাব পেশের ৬ মিনিটের মধ্যে বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়ে যায়। পরস্পর বিবদমান ন্যাশানাল কনফারেন্স ও পিডিপি সম্মিলিতভাবে বিলের সপক্ষে ভোট দেয়।

কোনও কাশ্মীর কন্যার সঙ্গে রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা নয় এমন কারও বিবাহকে নস্যাৎ করতে বিল

২০০২ এর সাতই অক্টোবর যেদিন হাইকোর্ট রায় দিয়েছিল সেদিনই এই আইন কার্যকর হয়।

কংগ্রেস ও বিজেপি দুই জাতীয় রাজনৈতিক দলই এই বিলের বিরোধীতায় সরব হয়েছিল। তবে বিরোধীতার পথ ছিল পৃথক। বিজেপি প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হয় গোটা দেশজুড়ে। আর কংগ্রেস তখন সরকারের সরিক। লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে যাতে এই বিল পাশ না হয় তাই ২০০৪ এর ১১ই মার্চ মাঝরাত পর্যন্ত বিতর্ক চলার পর হাউজ মুলতুবি করে দেওয়া হয়। এই ঘটনার পরে ওমর আবদুল্লাহ চেয়ারম্যান আব্দুল রসিদ ডরকে দল থেকে বহিস্কারের সিদ্ধান্ত নেন।ডর পরে কংগ্রেসে যোগ দেন. এখন তিনি পিডিপি সদস্য।

২০০৪ ও ২০০৫ এ লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান চেয়ে জম্মু কশ্মীর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল বিজেপি। হাইকোর্টও বিজেপির আবেদন গ্রাহ্য করেছিল। ২০০৫ এ পিডিপি- কংগ্রেসের জোট সরকার হাইকোর্টকে জানায় যে আদালতের নির্দেশ মেনে নেবে তারা। অবমাননা রুখতে কোর্টের নির্দেশ মেনে নেয় সরকার। বিজেপি এই রায়ে খুশি। এখন আমরা চাই ভিন রাজ্যে বিবাহিত কাশ্মীর কন্যাদের সন্তানরাও যাতে কাশ্মীরের স্থায়ী বাসিন্দাদের সমতুল্য সুযোগ সুবিদা ভোগ করতে পারে।

ওমর আবদুল্লাহ ও তার দলের কাছে প্রশ্ন

---

১) যদি আবার এই আইন বিধানসভায় উত্থাপিত হয় তবে তাঁদের ভূমিকা কী হবে ?

২) ওমরের বোন সারা যেহেতু এই রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দাকে বিয়ে করেনি তাই তিনি কি তাঁর ভাই এর মত সম অধিকার ভোগ করতে পারেন ? ওমরের সন্তানদের মত সম অধিকার ভোগ করতে পারেন তার সন্তানরা?

৩) ওমরের স্ত্রী পায়েল জন্মসূত্রে কাশ্মীরি নন। পায়েল যে অধিকার ভোগ করেন সেই একই অধিকার কি ভোগ করতে পারেন সারা ?